গাংনীর কসবা -পাটা পুকুরিয়া রাস্তার বেহাল দশা

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা থেকে পাটাপুকুরিয়া দুই কিলোমিটার রাস্তা হাটু কাদায় বেহাল অবস্থা। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার শত শত কৃষক।

কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল সময়মত বাড়িতে আনতে না পেরে এবং অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমিতে উৎপাদিত সবজি জমি থেকে বাজারজাত করতে না পেরে আর্থিকভাবে লাকসানে পড়তে হচ্ছে ।

শুকনা মৌসুমে গরু ও মহিষের গাড়ি দিয়ে কৃষকের ফসল জমি থেকে তুলে আনতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে ফসল নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। বর্তমানে চলছে কৃষকের জমিতে পাট কাটার কাজ। রাস্তার হাট কাদার মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে মাথায় করে উৎপাদিত পাট বহন করে নিয়ে আসতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

পাট চাষী লোকমান হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে বেঁধে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাট বিক্রি করে শ্রমিকের মূল্য হয়নি। শ্রমিকের মূল্য পরিশোধ করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

কৃষক সুরমান আলী জানান, তার ১ বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। হাঁটু কাদায় জমিতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে না পেরে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ময়নাল হোসেন জানায়, উক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা হওয়ায় কোন শ্রমিক উক্ত মাঠে কাজ করতে চাচ্ছে না।যার ফলে আবার পরিচর্যা করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।তাদের এ দুর্দশা দেখে রাস্তা পাকাকরন এর দাবি জানান তারা।

এছাড়াও মুক্ত রাস্তা দিয়ে হারদা মৎস্য বিলে যেতে হয়। যেটি মেহেরপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বিল। উক্ত বিলের মাছ জেলার মাছের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য জেলায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে না পারায় বিলে মাছ চাষীরা মাছ ধরতে পারছে না।

ধানখোলা ইউনিয়ন এর পাটাপুকুরিয়া, হারদা সহ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কৃষক ওই মাঠে আবাদ করে থাকেন। উক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে তুলতে এবং বাজারজাত করতে উক্ত মাটির রাস্তাটি একমাত্র মাধ্যম।

বর্তমানে আষাঢ়ে শুরু থেকেই রাস্তাটি হাট কাঁদয় পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি গণ ভুক্তভোগী মানুষদের আশ্বাস দিয়ে আসলেও রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিভিন্ন সময় এলাকার ভুক্তভোগী জনসাধারণ বারবার জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করেও কাজ হয়নি। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি পাকা করণের দাবি নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তাটির বেহাল দশা তুলে ধরে অনেক যুবক জেলার উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে গেলেও ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প বরাদ্দ দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয় বলেও জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউনিয়ন পরিষদের যে পরিমাণ এর বরাদ্দ থাকে তা খুবই স্বল্প। যা দিয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয়। এলাকার মানুষ রাস্তাটা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে একথা সত্য।

ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি করে দেয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর কাছে আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা বিবেচনায় রেখে কসবা গ্রাম থেকে পাটা পুকুরিয়া ২ কিলোমিটার মাঠে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য বিষয়টি গুরুত্ব দিলেই এলাকার শত শত চাষীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হবে।

মেহেরপুর- ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

দর্শনায় ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে ওষুধ ফার্মেসি মালিকদের সচেতনতার লক্ষ্যে ৪ টি ওষুধ ফার্মেসিতে পৃথক ভাবে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনা পৌর শহর এলাকায় পৃথক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার ও ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস এভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করায় দর্শনার পুরাতন বাজারের নূর মেডিক্যাল, সুমন মেডিক্যাল হাউজসহ মোট ৪ টি ফার্মেসি থেকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ফার্মেসি দোকান মালিকগণ তাদের জরিমানা অর্থ পরিশোধ করেন।

তবে ভবিষ্যতে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন এই দুই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুরে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে জাতীয় পার্টির জেলা কার্যালয়ে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],[illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] [illegible]

সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকায় মাছের ঘেরে লুকিয়ে ছিলেন সাহেদ। ভোর পাঁচটার দিকে দেবহাটা থানার লবঙ্গপতি গ্রাম থেকে একটি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলিসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতারের পর হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় আনা হচ্ছে। ঢাকায় আনার আগে ব্রিফিংয়ে র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, পালিয়ে থাকার সময় তিনি ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করেন। বোরখা পরে নৌকায় ওঠার আগ মুহূর্তে ধরা পড়েন।

সাহেদকে গ্রেফতারে কর্নেল তোফায়েল আহমেদ নেতৃত্বে র্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরোয়ার বিন কাসেমসহ র্যাব ৬-এর একটি দলের সহযোগিতায় এ অভিযান চালানো হয়। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের নিজ উদ্যোগে অটোরিকশা, ভ্যান চালক, মোটর সাইকেল, আরোহীদের মধ্যে তিন’শ মাক্স বিতরণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন স্থানে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহদারা মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের কে শত ভাগ মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মেহেরপুর জেলাবাসী যেনো ভালো থাকে সুস্থ থাকে তারই জন্য প্রথম থেকেই জেলা পুলিশ জনসাধারণকে সতর্ক করে আসছে।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি শতভাগ মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করণের লক্ষে মাস্ক বিতরণ করছি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল হোসেন,

আব্দুল্লাহ, জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

৪০ দিনেও খোঁজ মেলেনি আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিকের

পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিককে এক মাস দশ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত ৫ জুন পদ্মায় ডুবে যাওয়া ট্রলারে ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আলমডাঙ্গার ৬ জন শ্রমিক ছিলেন। ভাগ্যের জোরে তিনজন জীবিত ফিরলেও তাদের সাথে যাওয়া অপর তিনজন নিখোঁজ থাকেন। এক মাস দশ দিনেও তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। তিন পরিবারে আজও চলছে শোকের মাতম।

নিখোঁজ হওয়া তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে সাহাবুল, একই গ্রামের আইনাল হকের ছেলে শিলন, তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক, আজিজুল হকের ছেলে একরামুল, লস্কর মন্ডলের ছেলে আমজাদ ও হানেফ মন্ডলের ছেলে মোমেন কাজের উদ্যেশে ফরিদপুর যান গত ৩১ মে। তারা ওইদিন খুব সকালে জেলা ফরিদপুরের বাইপাস সড়কের “আদম বাজারে” (কামলার বাজার) উপস্থিত হন। ফরিদপুর সদরের চর নাশিপুর গ্রামের মহাজন লালন ফকির ৬শ টাকা দিনমজুরীতে ওই ৬ জনকে কিনে নেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে লালন ফকিরের ছেলে সাকিল মোট ২৭ জন কামলাকে নিয়ে মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে করে নদীর ওপারের চরের জমিতে বাদাম তুলতে নিয়ে যেত। প্রতিদিনের মত ৫ জুন সকালেও তারা ট্রলারে নদী পার হচ্ছিলেন। কিন্ত শয়তানখালি ঘাট এলাকায় পৌছানোর আগেই ২৭ জন কামলা নিয়ে ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া অপর একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে পৌছলে ৬ জন কামলা তাতে উঠে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্ত এই মর্মান্তিক ট্রলারডুবিতে ২১ কামলার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা।

সৌভাগ্যবসত আলমডাঙ্গার একরামুল, আমজাদ ও মোমেন প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এলেও হতভাগ্য সাহাবুল, শিলন ও রাজ্জাক নদীর অথৈ জলে নিখোঁজ থাকেন। আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। কিন্ত তাদের পরিবারের

সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা মরেনি, বেঁচে আছেন।
নিখোঁজ সাহাবুলের স্ত্রী সখিনা বেগম জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে দুইটি সন্তান নিয়ে তিনি মহাসগারে পড়েছেন। তিনি বলেন, মারা গেলে তো তার লাশ উদ্ধার হবে। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

নিখোঁজ শিলনের পিতা আইনাল হক বলেন, আমার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে আল্লাহ একমাত্র জানে। আমরা ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

সাবরিনা-শাহেদ: সরকারি কাজ পাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতারকৃত জেকেজির চেয়ারম্যান সাবরিনা আরিফকে পুলিশ সোমবার ঢাকার একটি আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে।

পরীক্ষা এবং চিকিৎসায় প্রতারণার অভিযোগে আলোচিত আরেকজন রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মো: শাহেদকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি।

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে জালিয়াতির অভিযোগে এই অভিযুক্তদের সাথে সরকার বা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালীদের সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

যখন পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ উঠেছে, তখন সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা বিবেচনায় আসে- নতুন করে সেই প্রশ্ন এসেছে।

বিশ্লেষকরা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতসহ যে কোনো সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ বা প্রভাবের বিষয়টিই মূল বিবেচনায় আসে এবং সেজন্য এই সুযোগ নিয়ে অনেকে দুর্নীতি বা অনিয়ম করার

সাহস পাচ্ছে।

জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত জেকেজির কর্ণধার সাবরিনা আরিফ এবং তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী, দু’জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঢাকার তেজগাঁ থানা পুলিশ।

পুলিশের তেজগাঁ অঞ্চলের উপ কমিশনার হারুন অর রশিদ বলেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত দু’জনেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানোর বিষয়টি দাবি করেছেন।

“তারা ধরেন, তারা গোপনে টাকার বিনিময়ে স্যামপল কালেকশন করছে এবং অবৈধভাবে ভুয়া রিপোর্ট দিচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে এত সাহসতো হঠাৎ করে হওয়ার কথা না।”

জেকেজির প্রভাব খাটিয়ে কাজ পাওয়ার অভিযোগ পুলিশের তদন্তে অগ্রাধিকার পাচ্ছে বলে কর্মকর্তারা বলেছেন। জালিয়াতির অভিযোগ ওঠা জেকেজি’র চেয়ারম্যান সাবরিনা গ্রেফতার মো: শাহেদ দেশের ভিতরেই পালিয়ে রয়েছে’ রিজেন্ট হাসপাতালের মালিককে নিয়ে কতটা বিব্রত আওয়ামী লীগ

মো: শাহেদ, মালিক, রিজেন্ট হাসপাতাল। প্রতারণার নানা অভিযোগে অভিযুক্ত রিজেন্ট হাসপাতালের মালিক মো: শাহেদ ওরফে শাহেদ করিম নিজেকে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য বলে দাবি করতেন।

যদিও আওয়ামী লীগ নেতারা বলে আসছেন, মো: শাহেদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী অনেক নেতার সাথে মো: শাহেদের ছবি নিয়ে ফেসবুকে নানা আলোচনা চলছে।

দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড: ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, সরকারি ক্রয় এবং যে কোনোখাতে কাজ দেয়ার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব মূল বিবেচনার সংস্কৃতি হয়ে গেছে। সেখানে মহামারি পরিস্থিতির কারণে স্বাস্থ্যখাতে যেহেতু জরুরিভিত্তিতে মৌখিকভাবেই কেনাকাটা বা কাজ দেয়া হচ্ছে, সেজন্য তাতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো ও অনিয়ম বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

“রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, রাজনৈতিক ব্লেসিং, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত-এই ধরণের উপাদানগুলো কার্যাদেশ থেকে শুরু করে, যারা

কাজ পেয়ে থাকেন, এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যেই কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে।”

ভুয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করেছে।

এর আগেও সরকারি কাজে বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

এমনকি গত বছর ঢাকায় দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে অবৈধ ক্যাসিনো বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে যুবলীগের বেশ কয়েকজন নেতা গ্রেফতার হন। সেসময়ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে টেণ্ডারবাজির অভিযোগ উঠেছিল।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড: ফাহমিদা খাতুন বলেছেন, “এটা এখন আর গোপনীয় বিষয় নয় যে কারা লাইসেন্স পাবে বা কারা কোন কন্ট্রাক্ট বা কাজ পাবে এবং সেজন্য তাদের রাজনৈতিক যোগাযোগ। সমস্যা দেখা দেয়ার পরই আমরা দেখি, এসবের পিছনে যে সব ব্যক্তি থাকে, তাদের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।”

তিনি আরও বলেছেন, “যেহেতু রাজনৈতিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, সুতরাং তারা রাজনৈতিক আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে দুর্নীতি এবং অনিয়মের মতো কাজে জড়িয়ে পড়ে। এবং তারা মনে করে, তারা সে সমস্ত কাজ করে পার পেয়ে যাবে।”

জেকেজি হেলথ কেয়ার এবং রিজেন্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে যখন পরীক্ষার ভূয়া রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ উঠেছে, তখন সরকারি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা বিবেচনায় আসে- নতুন করে সেই প্রশ্ন এসেছে।
বিশ্লেষকরা বলেছেন, রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে পার পাওয়া যাবে- এমন চিন্তা যেহেতু কাজ করে, সেজন্য র্যাব যখন রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়, সে সময়ই হাসপাতালটির মালিক মো: শাহেদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করার সাহস পেয়েছিলেন।

তবে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, সাম্প্রতিক ঘটনাসহ আগের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও সরকার অপরাধের সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিচ্ছে।

তিনি দাবি করেছেন, আওয়ামী লীগ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে যারা ধরা পড়লো বা যাদের অপকর্ম উদ্ঘাটিত হলো, কোনো পত্রিকার হেডলাইন দেখে কিন্তু সরকার এটা করতে বাধ্য হয়নি। শেখ হাসিনার সরকার নিজস্ব উদ্যোগে এই সমস্ত কালপ্রিটদের চেহারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে এবং দে হ্যাভ ব্রট দেম টু দ্য বুক।”

কিন্তু যখন কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি বা অপরাধ প্রকাশ পাচ্ছে, তখন সরকার বা আওয়ামী লীগ নেতারা নানা ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে থাকেন। পরে আর তৎপরতা থাকে না। ফলে বার বার এ ধরণের ঘটনা ঘটছে- এমন অভিযোগ তারা বিবেচনা করেন কিনা?

এমন প্রশ্নে মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, “রাজনৈতিক কোনো প্রভাব নয়। আওয়ামী লীগ সরকার একদিকে নিজেরা এগুলো উন্মোচন করছে এবং শুধু উন্মোচন করে থেমে যায়নি। তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ আইন অনুযায়ী স্বচ্ছ্বতার সাথে এগুচ্ছে।”

আওয়ামী লীগের নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর বহু বছরের পুরোনো সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা তারা করছেন।

কিন্তু বিশ্লেষকদের তাতে সন্দেহ রয়েছে।কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশনের যে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশে নিজেকে যেভাবে নিরাপদ রাখবেন করোনাভাইরাস থেকে নতুন করোনাভাইরাস কত দ্রুত ছড়ায়? কতটা উদ্বেগের? করোনাভাইরাস ঠেকাতে যে সাতটি বিষয় মনে রাখবেন টাকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস ছড়াতে পারে কি?

বিবিসি বাংলা, ঢাকা

চাপ দিয়ে নিজের পক্ষে সত্যায়ন নিচ্ছেন ইবি উপাচার্য

নানা কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী দ্বিতীয়

মেয়াদে ভিসি হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এজন্য প্রকৃত অবস্থা ছাপিয়ে নিজের পরিচ্ছন্ন ইমেজ দেখাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন তিনি।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার মেয়াদকালে নানা অনিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে- এমন সংবাদ প্রকাশের পর থেকে এসব কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। উপাচার্য নিজের পক্ষে সাফাই করে এসব লেখা শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সহ বিভিন্ন দপ্তরে পাঠাবেন বলেও জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাপ দিয়ে তার পক্ষে স্তুতি ও প্রশংসা লিখিত নিচ্ছেন এমন অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েক দিনে শিক্ষক সমিতি, শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরাম, ভিসিপন্থী শিক্ষদের নিয়ে গঠিত বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ভিসিপন্থী কর্মকর্তাদের একটি অংশ নিয়ে গঠিত অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ ও সহায়ক কর্মচারী সমিতিসহ কয়েক সংগঠনের কাছ থেকে এ লিখিত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংগঠনগুলোর নেতারা এসব কথা বলেছেন।

তথ্যমতে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জাতীয় গণমাধ্যমে বর্তমান প্রশাসনের সময়ে হওয়া অনিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে ভিসি ও তার নিকটজনদের ভুমিকার কথা উঠে আসে। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব সংগঠনের নেতাদের ডেকে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়। একইসঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের প্রশংসা করে সংগঠনগুলোকে বিবৃতি দিতে বলেন উপাচার্য । একরকম চাপ দিয়েই তাদের থেকে বিবৃতি নেওয়া হয় বলে সংগঠনগুলোর একাধিক নেতা জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতা বলেন, ভিসি নিজের পক্ষে একটি লিখিত দিতে বলেছেন, তাই বাধ্য হয়ে দিয়েছি। উপাচার্য সবাইকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে চাপে রেখেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে উপাচার্যের প্রশংসা করে দেওয়া চিঠিগুলোতে দেখা গেছে-প্রতিটি সংগঠনের বিবৃতিতেই প্রায় একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। বিবৃতি প্রদান নিয়েও সংগঠনগুলোতে ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষক সমিতি ও অন্য কয়েক সংগঠনগুলোর অনেক নেতা এরকম বিবৃতিতে মত না দিলে তাদের উপেক্ষা করেই ভিসিপন্থীরা বিবৃতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমানের স্বাক্ষর ছাড়াই শুধু (ভিসিপন্থী) সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত বিবৃতি দেওয়া নিয়ে শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে সমালোচনা চলছে। এদিকে

অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠনটির বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই দাবী করে কর্মকর্তা নেতারা বলেন, কর্মকর্তাদের একমাত্র সংগঠন হচ্ছে কর্মকর্তা সমিতি।

২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচনে ব্যাপক ভোটে পরাজিত হয়ে ভিসিপন্থি কয়েকজন কর্মকর্তা রাতারাতি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের এই সংগঠনটি গঠন করে, যার কোন বৈধ্যতা নেই। তাছাড়া কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কমিটির বিপক্ষে ভিসিপন্থী কিছু শিক্ষক যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করেছে সেই কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও জামায়াত-বিএনপির সংশ্লিতার অভিযোগ উঠেছে। এটি কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ অনুমোদিত কমিটি না হওয়ায় তাদের বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই বলেও কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহাবুবুল আরেফিন বলেন, শুনেছি উপাচার্য অনেকের কাছ থেকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিজের পক্ষে সাফাই করে প্রশংসাপত্র নিচ্ছেন। এসব কর্মকান্ড একজন উপাচার্যের মানায় না। এসব নীতিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও তলানিতে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এদিকে বিভিন্ন সংগঠন ছাড়াও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্যাডে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারঃ) এইচ এম আলী হাসান এবং প্রধান প্রকৌশলী (ভারঃ) আলিমুজ্জামান টুটুল যে প্রতিবাদ দিয়েছেন সে প্রতিবাদের বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই আবার বিরুপ মন্তব্য করেছেন।

ঈদুল আজহার ছুটি বাড়ছে না

আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটি বাড়ানো হবে না। ছুটি থাকবে তিন দিনই। ছুটির সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকতে হবে। সোমবার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকের ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ কথা জানান।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা অনুযায়ী এবার আগামী ৩১ জুলাই বা ১ আগস্ট মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত

হবে।

আগামী ১ আগস্ট (শনিবার) ঈদুল আজহা ধরে সরকারের ২০২০ সালের ছুটির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ৩১ জুলাই, ১ ও ২ আগস্ট (শুক্র, শনি ও রোববার) ঈদুল আজহার ছুটি থাকবে। এক্ষেত্রে দুদিনই চলে যাচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে। ৩১ জুলাই (শুক্রবার) ঈদ হলে ছুটি থাকবে ৩০ ও ৩১ জুলাই এবং ১ আগস্ট (বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি)। এক্ষেত্রেও ছুটির দুদিন চলে যাচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে।

ইত্তেফাক/বিএএফ

দ্বিতীয় বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা

কোভিড-১৯ টেস্ট নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ডা. সাবরিনা চৌধুরী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বেপরোয়া হয়ে উঠেন।

গ্রেফতারের পর সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্যই পেয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তারা জানান, আরিফের সঙ্গে বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা। দুজনে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারি কাজ পেতে নানামুখী তদবির করেন সাবরিনা।

এক্ষেত্রে সাবরিনা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর কয়েকজন নেতাকে কাজে লাগান বলেও অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করে আসা ডা. সাবরিনা জেকেজি হেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী আরিফুল হক চৌধুরীর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন।

রোববার দুপুরে সাবরিনাকে হাসপাতাল থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তেজগাঁও থানার এক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে করা ওই মামলায় গ্রেফতার হয়ে সাবরিনার স্বামী আরিফুলও কারাগারে আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই দম্পতির জীবনও রূপকথার গল্পের মতো। আরিফের চতুর্থ স্ত্রী সাবরিনা। আরিফের এক স্ত্রী থাকেন রাশিয়ায়, অন্যজন লন্ডনে। আরেকজনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবে ছাড়াছাড়ির পরও সাবেক ওই স্ত্রী উচ্চমহলে আরিফের জন্য দেনদরবার করে যাচ্ছেন।

তদন্তসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত সাবরিনার হাত ধরেই করোনার স্যাম্পল কালেকশনের কাজটি ভাগিয়ে নেয় অনেকটা অখ্যাত জেকেজি নামে এই প্রতিষ্ঠান। প্রথমে তিতুমীর কলেজে মাঠে স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপনের অনুমতি মিললেও প্রভাব খাটিয়ে ঢাকার অন্য এলাকা এবং অনেক জেলা থেকেও নমুনা সংগ্রহ করছিলেন তারা।

তবে স্বামী-স্ত্রী মিলে করোনা টেস্ট করলেও তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের এক চিকিৎসককে মারধর করেন আরিফ চৌধুরী। পরে এ ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় জিডি করেন ডা. সাবরিনা।

গত ৪ জুন এ জিডি করা হয়। দুই মাস আগে তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সাবরিনা দাবি করেন।

কিন্তু আরিফুল গ্রেফতার হওয়ার পর করোনা সনদ জালিয়াতির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সামনে আসার পরই স্বামীকে তড়িঘড়ি তালাক নোটিস পাঠান সাবরিনা।

সাবরিনার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরে। তার বাবা সাবেক সচিব সৈয়দ মোশাররফ হোসেন। তিনি ঢাকার শ্যামলীর পিসি কালচার রোডের নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। তার দুই মেয়ের মধ্যে ডা. সাবরিনা বড়।

সাবরিনা ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি ও পরে এইচএসসি পাস করেন। এরপর এমবিবিএস পাস করেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে।

সাবরিনার প্রথম স্বামীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, তিনি টেলিফোন সেবা সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। সাবরিনা ২৭তম বিসিএসে স্বাস্থ্য ক্যাডারের চাকরি পাওয়ার পর তার প্রথম পোস্টিং হয় দিনাজপুরে। পরে বদলি হয়ে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে যোগ দেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে।

যুগান্তর রিপোর্ট